কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১

বিজ্ঞপ্তির দুই বছর পর স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ, বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ▷

রাজশাহীর দুর্গাপুরে আমণাছী সাহার বানু উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রায় দুই বছর পর অবৈধভাবে একজন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিনিময়ে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাবিবুল ইসলামসহ নিয়োগ বোর্ডের সদস্যরা অন্তত ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লায়লা আক্তার জাহানকে ম্যানেজ করে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এখন ওই শিক্ষকের এমপিভুক্তির চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ নিয়ে এলাকায় চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বিষয়টি তদন্ত করে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী। এ নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগও করা হয়েছে। অভিযোগের একটি কপি পাঠানো হয়েছে দৈনিক কালের কণ্ঠ'র রাজশাহী অফিসে।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, কাজল রেখাকে পেছনের তারিখে নিয়োগ দিয়ে অন্তত ১০ লাখ টাকা আদায় করা হয়েছে। অবৈধভাবে এ-কাজটি করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুল ইসলাম, তাঁর ভাই ও বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি আশরাফুল কবির এবং তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লাইলা আক্তার জাহান।

ওই অভিযোগে আরো উল্লেখ করা হয়, ২০১৬ সালের ১০ মে তৎকালীন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা লাইলা আক্তার জাহান আমণাছী সাহার বানু স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ওই সময় শিক্ষক হিসেবে কাজল রেখার নাম ছিল না। কিন্তু এমপিওর জন্য দাখিলকৃত হাজিরা খাতায় তারও আগে কাজল রেখার স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। তবে লাইলা আক্তার জাহানের স্কুল পরিদর্শনকালে স্বাক্ষরকৃত হাজিরা খাতার কপি এখনো রয়ে গেছে শিক্ষকদের কাছে। অথচ জাল স্বাক্ষর করে ২০১৬ সালের ২০ মার্চ নিয়োগ বোর্ড দেখিয়ে কাজল রেখাকে নিয়োগের কাগজপত্রে পুনরায় স্বাক্ষর করেছেন ওই শিক্ষা কর্মকর্তা। এর বিনিময়ে তিনিও মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন স্কুল থেকে।

জানতে চাইলে অভিযোগকারীদের মধ্যে এমরান আলী নামের একজন অভিভাবক বলেন, 'প্রধান শিক্ষক হাবিবুল ইসলাম তাঁর ভাই আশরাফুল কবিরকে বারবার সভাপতি পদে বসিয়ে শিক্ষক নিয়োগসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর কারণে গোটা স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ এখন বিনষ্ট হতে চলেছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, 'প্রধান শিক্ষক স্কুলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বাণিজ্যে নেমেছেন। তিনি শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে, স্কুলের মাঠে হাট বসিয়ে সেই টাকাও লুটপাট করছেন। এসবের হিসাব চাইতে গেলেই তিনি সরকারি দলের লোক পরিচয় দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখান। অথচ স্কুলের বারান্দার নিচেই সপ্তাহে দুই দিন হাট বসার কারণে স্কুলের শিক্ষার পরিবেশও বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বছর শেষে হাট ইজারার নামে লাখ লাখ টাকার কোনো হিসাব দেন না প্রধান শিক্ষক।'

আরেক শিক্ষক বলেন, 'কাজল রেখাকে গোপনে নিয়োগ দেওয়ার পরে গত ১ জুলাই থেকে তিনি স্কুলে আসছেন শিক্ষক হিসেবে। কিন্তু এর আগে কেউ তাঁকে স্কুলে আসতে বা ক্লাস নিতে দেখেনি। তাঁর শিক্ষক হাজিরা খাতা, পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনের খাতাসহ ক্লাস রুটিনেও নাম ছিল না এর আগে। অথচ তাঁকেই ২০১৬ সালের ২০ মার্চ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে এখন তাঁর এমপিওর জন্য চেষ্টা করছেন প্রধান শিক্ষক।